ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪১০
আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫

সিটিভিএস এন্ড আইআর ডিপার্টমেন্টের সাফল্য
জিবিপি হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে মৃতপ্রায় যুবতীর নতুন জীবন

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার মনু এলাকার ২২ বছরের লেভিতা ত্রিপুরা নামে এক যুবতী গত ৫সেপ্টেম্বর ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শরীরের ডান সাইডে প্যারালাইসিস হয়েছিল। সেখানে সাত দিন যাবৎ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে নিউরোলজি ওয়ার্ডে শিফট করা হয়। রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য ফিজিও থেরাপি শুরু করে। এরপর কিছুদিন পর রোগীর শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথা শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে থাকে। তখন গত ৯ডিসেম্বর ২০২৫ চিকিৎসকগণ হাসপাতালের রোগীকে সিটিভিএস এন্ড আইআর ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে রোগীর চিকিৎসা শুরু করা হয়। ডাঃ ভট্টাচার্য রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাম(টিইই) ও ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে দেখতে পান যে, রোগিনীর বাম অ্যাট্রিয়াল মাইক্সোমাতে একটি এমবুলাইজ নামে টিউমার ছিল, যার আকার (৩৩ মি.মি X ১৯ মি.মি)যা, অতিশীঘ্রই অস্ত্রোপচার জরুরি। এরপর নিয়মমাফিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়। রোগীর সমস্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার পর সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। তখন সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনকনারায়ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ঐদিন ওপেনহার্ট সার্জারি মাধ্যমে সফল ভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর টিউমারটি বাদ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এই ওপেন হার্ট সার্জারি (হার্ট টিউমার অপারেশন) টি ছিল জিবিপি হাসপাতালের দ্বিতীয় সফল অস্ত্রোপচার। এর প্রথম অস্ত্রোপচারটি হয়েছিল গত ২০মার্চ ২০২৩ সালে। উক্ত সফল অস্ত্রোপচারটি রোগী আয়ুষ্মান কার্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ বিনামূল্য করা হয়েছে। এই অস্ত্রোপচারটি যদি বাইরে অন্য কোনো বেসরকারি হাসপাতালে করা হতো তাহলে আনুমানিক পাঁচ (৫) লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হত। অস্ত্রোপচারের পর রোগী বর্তমানে হাসপাতালের আইসিইউতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং চিকিৎসায় দ্রুত সাড়া দিচ্ছেন। এই অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যের সাথে অনান্য চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রিমঝিম চাকমা, ডাঃ মণিময় দেববর্মা এবং ক্রিটিকাল কেয়ার ডাঃ সুরজিৎ পাল, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিৎ পাল, ক্যাথল্যাব নার্স ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ দেব ও দেবব্রত দেবনাথ, ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুদীপ্ত মণ্ডল, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন রতন মন্ডল, জয়দীপ চক্রবর্তী ও অভিজিৎ রায়, পারফিউশনিস্ট ছিলেন সুজন সাহু ও সৌরভ ত্রিপুরা, ওটি নার্স ছিলেন মৌসুমী দেবনাথ, অন্না বাহাদুর জমাতিয়া, সৌরভ শীল ও অর্পিতা সরকার, সিটিভিএস আইইউ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার ও জ্যামসন দেববর্মা। জিবিপি হাসপাতালে এবিপিএমজেএওয়াই প্রকল্পের অধীনে এই জটিল অস্ত্রোপচারটি সম্পূর্ণ সরকারি সহায়তায় ও সরকারি খরচে হওয়ার ফলে রোগী ও রোগীর আত্নীয়-স্বজনরা রাজ্য সরকার এবং জিবিপি হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****